সমকাল

15 SEP 2025

বাণিজ্য ঘাটতি কমলে শুল্ক আরও কমাবে যুক্তরাষ্ট্র

সমকাল প্রতিবেদক

বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেছেন, বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ঘাটতি বর্তমানে ৬০০ কোটি ডলারের মতো। দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ঘাটতি কমালে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশি পণ্যে 'পাল্টা শুল্ক' ২০ শতাংশ থেকে আরও কমানোর আশ্বাস দিয়েছে। ইতোমধ্যে বাঁণিজ্য ঘাটতিও কমা শুরু করেছে। তারা অগ্রগতিতে সন্তুষ্ট। শিগগির এ বিষয়ে উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি হবে।

গতকাল রোববার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী বাণিজ্য প্রতিনিধি ব্রেন্ডেন লিঞ্চের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক শেষে তিনি এসব কথা বলেন। বৈঠকে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান, বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমানসহ ঊর্ধ্বতন কার্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের ওপর আরোপ করা বাড়তি ২০ শতাংশ 'পাল্টা শুল্ক' আরও কিছুটা কমাতে চায় বাংলাদেশ সরকার। এ বিষয়ে আলোচনা ও সমঝোতার ভিত্তিতে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তির বিষয়টি চূড়ান্ত করতে তিন দিনের সফরে গতকাল ঢাকায় আসে প্রতিনিধি দলটি।

,বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের ঢাকা সফরে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন এবং পররাষ্ট্র সচিব আসাদ আলম সিয়ামের সঙ্গেও বৈঠক করার কথা রয়েছে।

গতকালের বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, চলমান আলোচনার ধারাবাহিকতায় প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। আগামীতে বাণিজ্য ঘাটতি কমার পরিপ্রেক্ষিতে শুল্ক নিম্নমুখী করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। তারা বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছেন। শুল্ক কমার সম্ভাবনা রয়েছে।

মার্কিন প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক শেষে বাণিজ্য উপদেষ্টা

গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রে মোট ৮৭০ কোটি ডলারের রপ্তানি করেছে। এর বিপরীতে ২৭০ কোটি ডলারের সমপরিমাণ দেশটি থেকে আমদানি হয়েছে। বাণিজ্য ঘাটতি দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬০০ কোটি ডলার।

বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে ইতোমধ্যে যেসব পণ্য কেনার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, সেগুলোর অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে বিমানসহ বিভিন্ন জিনিস কেনার অঙ্গীকার রয়েছে। অগ্রগতি পর্যালোচনায় দেখা গেছে, বাণিজ্য ঘাটতি কমে সন্তোষজনক পর্যায়ে পৌঁছাচ্ছে। বাণিজ্য ঘাতটি কমাতে মূলত কৃষি ও জ্বালানি পণ্যের পাশাপাশি বিমান কেনার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। দেশটি থেকে কৃষি ও জ্বালানি পণ্য এখন সাশ্রয়ী মূল্যে কেনা সম্ভব হচ্ছে। এর বাইরেও প্রচেষ্টা রয়েছে। পর্যালোচনায় বাংলাদেশের অগ্রগতি সন্তোষজনক বলেই জানানো হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের তুলার ওপর নির্ভর করে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে শুল্ক আরেকটু কমানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে পারলে শুল্ক আরও হ্রাসের সম্ভাবনা রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এখনও শুল্কচুক্তি হয়নি জানিয়ে শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, চুক্তি করার লক্ষ্যে এ আলোচনা হচ্ছে। চুক্তিকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এ আলোচনা। শিগগির এ-সংক্রান্ত চুক্তি হবে।

এ প্রসঙ্গে বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান বলেন, কবে শুল্ক চুক্তি হবে, সে বিষয়ে প্রতিনিধি দল ফিরে গিয়ে একটা সময় জানাবে।

বাণিজ্যের বাইরে কোনো শর্ত নিয়ে আলোচনা হয়েছে কিনা– জানতে চাইলে বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, শুল্ক কমানোর বিষয়টি বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর সঙ্গে সংযুক্ত, অন্য কোনো বিষয়ে আলোচনা হয়নি।

এ সময় বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের ছয় বিলিয়নের মতো বাণিজ্য ঘাটতি আছে। এর আগে যুক্তরাষ্ট্র থেকে গম ও সয়াবিন কেনা বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। দেশটি থেকে এগুলো আনলে আমরা বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে পারি, কিছু সুবিধা পেতে পারি। আমরা তাদের জানিয়েছি, আমরা যে কমিটমেন্ট করেছিলাম সেখানে কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে। গত অর্থবছরে দেশটি থেকে ৬০০ মিলিয়ন ডলারের তুলা কিনলেও, এ বছর দুই মাসেই ২৭৬ মিলিয়ন হয়েছে। এ ছাড়া গম কেনা হয়েছে। এসব আমদানি বাড়ার কারণে বাণিজ্য ঘাটতি কমেছে।'

রাশিয়ার চেয়ে বেশি দামে যুক্তরাষ্ট্র থেকে গম কেনার বিষয়ে বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, আমেরিকার গম ও রাশিয়ার গমের মধ্যে গুণগত পার্থক্য রয়েছে। আমেরিকার গমের প্রোটিন কনটেন্ট রাশিয়ার গমের প্রোটিন কনটেন্টের চেয়ে কমপক্ষে ১০ থেকে ১৫ ভাগ বেশি। প্রোটিনের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন দেশের গমের মূল্যের পার্থক্য হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানি বোয়িংয়ের কাছ থেকে বিমান কেনার বিষয়টি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, 'আজ কেনার অর্ডার দিলাম, সামনের বছর পেয়ে গেলাম– এমন ঘটনা ঘটবে না। এটি দীর্ঘ মেয়াদে বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে সহায়তা করবে।'

বাংলাদেশের পণ্যের ওপর প্রথমে ৩৭ শতাংশ এবং পরে ৩৫ শতাংশ 'পাল্টা শুল্ক' ঘোষণা করে আলোচনার সুযোগ রেখেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ওয়াশিংটনে তৃতীয় দফার আলোচনা শেষে গত ৩১ জুলাই এ শুল্ক ২০ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়।

কেন্দ্র ★ রপ্তানি উন্নয়ন ★ ঢাকা।

প্রথম আলো

15 SEP 2025

যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি বাড়ালে পাল্টা শুল্ক আরও কমতে পারে

ঢাকায় মার্কিন দলের সঙ্গে বৈঠক

যুক্তরাষ্ট্রের আরোপ করা পাল্টা শুল্কের হার ২০%। এ হার আরও কমানোর চেষ্টা। দুই দেশের মধ্যে চুক্তি হতে পারে চলতি মাসের শেষে।

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

যুক্তরাষ্ট্র থেকে পণ্য আমদানি বাড়িয়ে দেশটির বাণিজ্যঘাটতি কমানো সম্ভব হলে বাংলাদেশের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের আরোপ করা পাল্টা শুল্কের হার আরও কমতে পারে। সফররত মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধিদল এমন আশ্বাস দিয়েছে।

সচিবালয়ে গতকাল রোববার যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী বাণিজ্য প্রতিনিধি ব্রেন্ডেন লিঞ্চের নেতৃত্বাধীন সফররত প্রতিনিধিদলের সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠকের পর বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন সাংবাদিকদের এ কথা জানান। ব্রেন্ডেন লিঞ্চ দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক মার্কিন বাণিজ্যনীতি বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যচুক্তির বিষয়টি চূড়ান্ত করতে তিন দিনের সফরে ঢাকায় এসেছে মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধিদলটি। বৈঠকে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান, বাণিজ্যসচিব মাহবুবুর রহমান, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান নাজনীন কাউসার চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, সফররত মার্কিন দল প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের পাশাপাশি বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খানের সঙ্গেও বৈঠক করবে।

> ❝ ট্রাম্প প্রশাসন পাল্টা শুল্ক আরোপ নিয়ে চাপে আছে এবং দীর্ঘ মেয়াদে তা টেকসই হবে না। আলোচনা করার সময় এ বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে।
>
> সেলিম রায়হান, নির্বাহী পরিচালক, সানেম

যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়ার পর বাংলাদেশের ওপর দেশটির আরোপ করা পাল্টা শুল্কের হার ২০ শতাংশ নির্ধারিত হয়েছে, যা গত ৭ আগস্ট থেকে কার্যকর হয়েছে। আগে থেকে গড়ে ১৫ শতাংশ শুল্ক দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য রপ্তানি করে আসছিল বাংলাদেশ। নতুন পাল্টা শুল্ক ২০ শতাংশ করায় মোট শুল্কহার এখন ৩৫ শতাংশ।

বাণিজ্য উপদেষ্টা গতকাল বলেন, 'পাল্টা শুল্কের হার কমানোর জন্য আমরা যে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলাম, তার ধারাবাহিকতায় যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রতিনিধিদল ঢাকায় এসেছে। ওই সময় যুক্তরাষ্ট্র থেকে যে পণ্যসম্ভার আমদানির প্রতিশ্রুতি আমরা দিয়ে এসেছিলাম, তার অগ্রগতি তারা দেখতে এসেছে। আমরা অগ্রগতি জানিয়েছি ও আলোচনা করেছি। তারা সন্তুষ্ট।'

সাংবাদিকদের জানানো হয়, বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যঘাটতি বর্তমানে ৬০০ কোটি ডলারের মতো। এ ঘাটতি কমলে পাল্টা শুল্ক ২০ শতাংশ থেকেও কমাতে পারে। বাণিজ্যঘাটতি কমাতে দেশটি থেকে উড়োজাহাজের পাশাপাশি কৃষিপণ্য ও জ্বালানি পণ্য আমদানি বাড়াবে বাংলাদেশ। পণ্যের মধ্যে রয়েছে তুলা, তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি), সয়াবিন বীজ, গম ইত্যাদি। এসব পণ্য কেনাকাটার বিষয়ে ভালো অগ্রগতি হয়েছে।

আরও জানানো হয়, পাল্টা শুল্ক ৭ আগস্ট থেকে কার্যকর হলেও দেশটির সঙ্গে এখনো কোনো চুক্তি হয়নি। পাল্টা শুল্ক অন্তত ১৫ শতাংশে নামিয়ে এনে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি করতে ইচ্ছুক বাংলাদেশ। এ জন্য বাণিজ্যচুক্তির একটি খসড়া তৈরি হচ্ছে। দুই পক্ষ একমত হলে চলতি মাসের শেষ দিকে চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সফররত দলটি তাদের দেশে ফিরে গিয়ে চুক্তির তারিখ জানাতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যঘাটতি এরই মধ্যে সন্তোষজনক পর্যায়ে পৌঁছাচ্ছে বলে জানান বাণিজ্য উপদেষ্টা। তিনি বলেন, 'আমাদের উভয় পক্ষেরই অর্থনৈতিক সক্ষমতা বাড়ছে। যেসব পণ্যের ভিত্তিতে বাণিজ্যঘাটতি কমানোর চেষ্টা চলছে, সাশ্রয়ী মূল্যেই কেনা যাচ্ছে সেগুলো।'

বাণিজ্যঘাটতি কমার চিত্র তুলে ধরে বাণিজ্যসচিব মাহবুবুর রহমান বলেন, গত অর্থবছরে ৬০ কোটি ডলারের তুলা আমদানি করেছে বাংলাদেশ। এবার দুই মাসেই আমদানি করা হয়েছে ২৭ কোটি ৬০ লাখ ডলারের তুলা। এ ছাড়া গমও কেনা হয়েছে।

রাশিয়ার চেয়ে বেশি দামে যুক্তরাষ্ট্র থেকে গম আমদানি করা হচ্ছে, এমন প্রশ্নে বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের গম ও রাশিয়ার গমের মধ্যে গুণগত পার্থক্য রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের গমে প্রোটিনের পরিমাণ রাশিয়ার গমের চেয়ে ১০ থেকে ১৫ শতাংশ বেশি।

যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানি বোয়িংয়ের কাছ থেকে কোন বছর কয়টি উড়োজাহাজ কেনা হবে, জানতে চাইলে বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, 'উড়োজাহাজ সরবরাহ দীর্ঘমেয়াদি সময়ের বিষয়। আজ কেনার আদেশ দিলাম আর সামনের বছর পেয়ে গেলাম, বিষয়টা এমন নয়। তবে এটা দীর্ঘ মেয়াদে বাণিজ্যঘাটতি কমাতে সহায়তা করবে।'

গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সানেমের নির্বাহী পরিচালক সেলিম. রায়হান *প্রথম আলোকে* বলেন, ট্রাম্প প্রশাসন পাল্টা শুল্ক আরোপ নিয়ে চাপে আছে এবং [illegible] আলোচনা করার

15 SEP 2025

বণিক বার্তা

স্ক্র্যাপ মেটাল রফতানিতে ৩০ শতাংশ শুল্ক আরোপের দাবি ইইউর ব্যবসায়ীদের

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

রফতানিযোগ্য স্ক্র্যাপ মেটালের ওপর ইউরোপিয়ান কমিশনকে প্রায় ৩০ শতাংশ শুল্ক আরোপের দাবি জানিয়েছেন অ্যালুমিনিয়াম ব্যবসায়ীরা। ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত (ইইউ) ব্যবসায়ীদের দাবি, শুল্ক আরোপ না হলে বিপুল পরিমাণ স্ক্র্যাপ বাইরে চলে যাচ্ছে। এতে কাঁচামালের ঘাটতিতে পড়ছেন অভ্যন্তরীণ উৎপাদনকারীরা। খবর রয়টার্স।

শিল্প সংগঠন ইউরোপিয়ান অ্যালুমিনিয়ামের তথ্যানুযায়ী, ২০২৪ সালে ইইউ থেকে রেকর্ড ১২ লাখ ৬০ হাজার টন স্ক্র্যাপ মেটাল রফতানি হয়েছে, যা পাঁচ বছর আগের তুলনায় প্রায় ৫০ শতাংশ বেশি। রফতানির বেশির ভাগই এশিয়ার বাজারে সরবরাহ করা হয়েছে।

সংগঠনটি বলছে, যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শুল্কনীতি পরিস্থিতিকে আরো কঠিন হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অ্যালুমিনিয়াম আমদানিতে ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করলেও স্ক্র্যাপ মেটালে সেটি মাত্র ১৫ শতাংশ ধরা হয়েছে। এতে যুক্তরাষ্ট্রে স্ক্র্যাপের আমদানি বেড়েছে, যার প্রভাব পড়েছে রফতানিতে। ফলে এশিয়ার ক্রেতা দেশগুলো ইইউ থেকে আরো বেশি স্ক্র্যাপ সংগ্রহ করছে।

ইউরোপিয়ান অ্যালুমিনিয়ামের মহাপরিচালক পল ভস বলেন, 'এশীয় ক্রেতারা ভর্তুকি ও কম শ্রম এবং পরিবেশ ব্যয়ের কারণে বেশি খরচ বহন করতে সক্ষম হওয়ায় ইউরোপীয় কোম্পানিগুলো প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না।'

ইইউর নির্বাহী সংস্থা ইউরোপিয়ান কমিশন এরই মধ্যে রফতানি পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ শুরু করেছে। চলতি বছরের তৃতীয় প্রান্তিক শেষে পদক্ষেপ নেয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানানো হবে।

অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনে স্ক্র্যাপ শুধু কাঁচামাল নয়, এটি খাতটির কার্বন নিঃসরণ কমানোর অন্যতম কার্যকর মাধ্যম। খনিজ বক্সাইট থেকে নতুন অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের তুলনায় স্ক্র্যাপ পুনর্ব্যবহার করতে ৯৫ শতাংশ কম জ্বালানি খরচ হয়।

অন্যদিকে ইইউর বাইরের বহু দেশ এরই মধ্যে স্ক্র্যাপ মেটাল রফতানিতে সীমাবদ্ধতা আরোপ করেছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান জিএমকে সেন্টারের হিসাব বলছে, ভারত ও চীনসহ ৪৮টি দেশ লৌহজাত স্ক্র্যাপ রফতানিতে নানা বিধিনিষেধ কার্যকর করেছে।

বণিক বার্তা

15 SEP 2025

এশিয়ার বাজারে মিশ্র প্রবণতায় চালের রফতানিমূল্য

বণিক বার্তা ডেস্ক

এশিয়ার চালের বাজারে গত সপ্তাহে মিশ্র প্রবণতা দেখা গেছে। এ সময় থাইল্যান্ডে খাদ্যশস্যটির দাম তিন সপ্তাহের সর্বোচ্চে পৌঁছেছে। তবে নিম্নমুখী চাহিদার কারণে গত সপ্তাহে ভিয়েতনামে চালের দাম কমেছে। খবর বিজনেস রেকর্ডার।

ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, থাইল্যান্ডে গত সপ্তাহে ৫ শতাংশ খুদযুক্ত চালের দাম ছিল টনপ্রতি ৩৫৫-৩৬৫ ডলার, যা গত ২১ আগস্টের পর সর্বোচ্চ। আগের সপ্তাহে দেশটিতে প্রতি টন চাল ৩৫৫ ডলারে বেচাকেনা হয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, থাইল্যান্ডে চালের দাম বাড়ায় মূল ভূমিকা রেখেছে বাথের বিনিময় হার বৃদ্ধি। যদিও অভ্যন্তরীণ বাজারে দামে তেমন পরিবর্তন হয়নি। ব্যাংককভিত্তিক এক ব্যবসায়ী বলেন, 'চাহিদা এখনো নিম্নমুখী থাকলেও থাইল্যান্ডে চালের দাম বেড়েছে।'

আরেকজন ব্যবসায়ী জানান, ক্রিসমাস-পূর্ব সরবরাহের অতিরিক্ত কিছু অর্ডার ছাড়া দামে বড় কোনো সমর্থন নেই। এছাড়া মিয়ানমারের চাল থাইল্যান্ডের তুলনায় সস্তা। অন্যদিকে বিশ্বের শীর্ষ রফতানিকারক দেশ ভারত চাল সরবরাহ ছাড়ের সময়সীমা বাড়িয়েছে।

গত সপ্তাহে ভিয়েতনামে ৫ শতাংশ খুদযুক্ত চালের দাম ছিল টনপ্রতি ৪৫০-৪৫৫ ডলার। এটি আগের সপ্তাহের টনে ৪৫৫-৪৬০ ডলারের তুলনায় কম। ভিয়েতনাম ফুড অ্যাসোসিয়েশনের দেয়া তথ্যানুযায়ী, এ দরপতনে মূল ভূমিকা রেখেছে ফিলিপাইনের ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৬০ দিনের জন্য চাল আমদানি স্থগিত রাখা।

হো চি মিন সিটির এক ব্যবসায়ী বলেন, 'আমরা ফিলিপাইনের সিদ্ধান্তের প্রভাব স্পষ্টভাবে অনুভব করছি। বিদেশী চাহিদা নিম্নমুখী থাকায় রফতানিকারকরা কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয় কমিয়ে দিয়েছেন।' সরকারি তথ্যানুযায়ী, আগস্টে ভিয়েতনাম ৮ লাখ ৮৩ হাজার টন চাল রফতানি করেছে, যা এক বছর আগের তুলনায় ৫ দশমিক ১ শতাংশ বেশি।

অন্যদিকে চলতি সপ্তাহে ভারতের ৫ শতাংশ খুদযুক্ত সেদ্ধ চালের দাম ছিল টনপ্রতি ৩৬৭-৩৭১ ডলার। এ সময় ৫ শতাংশ খুদযুক্ত আতপ চাল টনে ৩৬১-৩৬৬ ডলারে প্রস্তাব করা হয়েছে, যা আগের সপ্তাহের সমান। নয়াদিল্লিভিত্তিক এক ব্যবসায়ী জানান, চালের রফতানি মূল্যে ভারত ছাড় দেয়ায় আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের আগ্রহ বাড়ছে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো তথ্য কেন্দ্র ঢাকা।

বণিক বার্তা

15 SEP 2025

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে গতকাল যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইউএস ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভ ফর সাউথ অ্যান্ড সেন্ট্রাল এশিয়া ব্রেন্ডেন লিঞ্চের নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক করেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন

ছবি : প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক শেষে বাণিজ্য উপদেষ্টা

বাণিজ্য ঘাটতি কমলে মার্কিন শুল্ক আরো হ্রাসের সম্ভাবনা রয়েছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি কমলে বাংলাদেশী পণ্যের ওপর আরোপ করা পাল্টা শুল্ক আরো হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে গতকাল যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইউএস ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভ ফর সাউথ অ্যান্ড সেন্ট্রাল এশিয়া ব্রেন্ডেন লিঞ্চের নেতৃত্বাধীন একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক শেষে তিনি এ কথা বলেন।

বৈঠকে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান ও বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমানসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, 'আমাদের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য ঘাটতি নিম্নমুখী করা। সেই উদ্দেশ্য সাধন করতে পারলে আশা করতে পারি যে শুল্ক আরো হ্রাসের সম্ভাবনা রয়েছে।'

তিনি বলেন, 'দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে এরই মধ্যে দেশটি থেকে যেসব পণ্য কেনা বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, এগুলোর অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। মূলত কৃষি ও জ্বালানি পণ্যের পাশাপাশি বিমান কেনার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। কেনাকাটার বিষয়েও ভালো অগ্রগতি হয়েছে।'

এ সময় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দ্রুতই পাল্টা শুল্ক আরোপ-সংক্রান্ত চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনার কথাও জানান উপদেষ্টা।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি দল ঢাকা সফরকালে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন ও পররাষ্ট্র সচিব আসাদ আলম সিয়ামের সঙ্গেও বৈঠক করার কথা রয়েছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, গত ৭ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্য পাল্টা শুল্কের হার কমিয়ে ২০ শতাংশ কার্যকর করেছে। তবে দেশটির সঙ্গে এখনো কোনো চুক্তি হয়নি। পাল্টা শুল্ক অন্তত ১৫ শতাংশে নামিয়ে এনে ওয়াশিংটনের সঙ্গে চুক্তি করতে চায় ঢাকা। এ কারণে আলোচনার জন্য ইউএসটিআরের কাছে সময় চেয়েছিল বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। এতে সাড়া দিয়ে ঢাকা সফরে এসেছে সহকারী ইউএসটিআর ব্রেন্ডন লিঞ্চের নেতৃত্বাধীন একটি প্রতিনিধি দল। তিনি দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক মার্কিন বাণিজ্যনীতি বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, ইউএসটিআরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে বাণিজ্য চুক্তির একটি খসড়া তৈরি করা হয়েছে। নতুন করে দরকষাকষিতে দুই পক্ষ একমত হলে খসড়ায় সংশোধন এনে তা চূড়ান্ত করা হবে।

বাংলাদেশের পণ্যের ওপর প্রথমে ৩৭ শতাংশ ও পরে ৩৫ শতাংশ পাল্টা শুল্ক ঘোষণা করে আলোচনার সুযোগ রেখেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ওয়াশিংটনে তৃতীয় দফার আলোচনা শেষে গত ৩১ জুলাই তা ২০ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়।

The Financial Express

15 SEP 2025

Further US tariff cut likely as trade deficit narrowing

Commerce adviser rekindles hope after talks with American trade delegation

FE REPORT

Washington has assured Bangladesh of considering further reduction in the current 20-percent retaliatory tariff on Bangladeshi products if the bilateral trade deficit continues to narrow.

And the trade gap with the United States has already been on the decline, Commerce Adviser of the interim government SK Bashir Uddin Sunday disclosed the developments after talks with a US delegation in Dhaka.

Speaking to reporters after the meeting with the visiting delegation, he said Washington expressed satisfaction with the recent decline in the trade gap to around $6 billion, and signaled its readiness to ease tariffs further as progress continues.

The delegation, led by Deputy Assistant US Trade Representative (USTR) Brendan Lynch, arrived in Dhaka earlier in the day on a three-day visit for finalising discussions on a trade agreement.

During their stay, the US team will also have a meeting with Chief Adviser's Office of the interim government, Foreign Affairs Adviser Md Touhid Hossain and Foreign Secretary Asad Alam Siam.

Among the senior Bangladeshi officials present at Sunday's talks were National Security Adviser Dr Khalilur Rahman and Commerce Secretary Md Mahbubur Rahman.

Bashir Uddin said the discussions focused on progress made on Bangladesh's commitments to increase imports from the United States as part of efforts to reduce the trade imbalance.

The swaps include pledged purchases of agricultural products, energy supplies, and aircraft.

"There has been good progress on these commitments, which has been acknowledged by the US side," he told the press about breakthroughs in sight over the issues of high concern regarding Bangladesh's single-largest export market.

He clarifies that while Dhaka aims to bring the tariff down to 15 per cent, no specific agreement was reached on that rate during the first-day talks. Instead, discussions centred on a gradual reduction in tariffs tied to improvements in the trade balance.

The President Trump-dictated 'reciprocal tariffs' were first imposed by Washington at 37 per cent for Bangladesh, later lowered to 35 per cent. After several rounds of talks, the US announced on July 31 that the duty will be pared down to 20 per cent, effective from August 7.

Bangladesh is now pushing for reducing the tariff rate further to 15 per cent to improve the competitiveness of its exports on the US market.

Commerce officials have said the current US visit follows Dhaka's request for more time to negotiate, and that both sides are working to secure a mutually beneficial outcome.

A draft trade agreement has already been prepared based on earlier discussions, according to ministry sources. It will be revised and finalised once consensus is reached on the remaining issues during this round of talks.

The commerce adviser said Bangladesh's ultimate objective is to secure a deal that not only lower tariffs but also strengthen trade relations.

"The US has assured us that as the trade deficit narrows, they will continue to consider further reductions," said Mr Bashir Uddin.

"Our goal is to reach an agreement that will support Bangladeshi exporters and promote a more balanced trade relationship between the two countries."

newsmanjasi@gmail.com

The Daily Star
15 SEP 2025

US may further cut tariffs if trade gap narrows

Says commerce adviser as trade agreement likely this month

STAR BUSINESS REPORT

The Trump administration may reduce the reciprocal tariff on Bangladeshi goods further from the current 20 percent if the trade gap between the two countries narrows, Commerce Adviser Sk Bashir Uddin said yesterday.

Speaking at a press conference at the commerce ministry after talks with a visiting US delegation, he said a trade agreement between the two countries could be signed later this month.

The delegation, led by Brendan Lynch, assistant US trade representative for South and Central Asia, is in Dhaka to finalise the deal.

Bashir Uddin said a further cut in tariffs would depend on increased imports of US products to help reduce the roughly $6 billion trade gap.

However, the adviser did not specify how large any reduction might be.

He said the trade agreement featured widely in their discussions. The US delegation had also sought updates on commitments made during the tariff negotiations in July.

Dhaka has targeted higher imports of US liquefied natural gas (LNG), wheat, soybean and cotton to reduce the imbalance.

Bangladesh pledged in July to buy a good number of aircraft from Boeing, but imports may be delayed as the American manufacturer has no available production slots until 2033.

Currently, the two-way trade between Dhaka and Washington remains heavily weighted towards Bangladesh, driven by large volumes of garment exports to the US.

Bangladesh sells goods worth more than $8.2 billion

roughly $6 billion trade gap.

However, the adviser did not specify how large any reduction might be.

He said the trade agreement featured widely in their discussions. The US delegation had also sought updates on commitments made during the tariff negotiations in July.

Dhaka has targeted higher imports of US liquefied natural gas (LNG), wheat, soybean and cotton to reduce the imbalance.

Bangladesh pledged in July to buy a good number of aircraft from Boeing, but imports may be delayed as the American manufacturer has no available production slots until 2033.

Currently, the two-way trade between Dhaka and Washington remains heavily weighted towards Bangladesh, driven by large volumes of garment exports to the US.

Bangladesh sells goods worth more than $8.2 billion annually to the American market while importing about $2 billion in return.

At the programme, Commerce Secretary Mahbubur Rahman said Bangladesh narrowed the trade gap by $600 million in the last fiscal year of 2024-25. In the first two months of the current year, the gap shrank by a further $276 million.

Meanwhile, the commerce adviser said yesterday's discussions covered Bangladesh's commitments to increase sourcing from the US, especially in agriculture, energy and aviation. He said procurement talks had made notable progress.

On wheat imports from the US, he said American wheat contains 10 to 15 percent more protein than Russian wheat and is currently cheaper. This, he said, is likely to encourage private sector buyers to source wheat from the US.

Alongside cotton, private firms have also stepped up imports of soybean products from the US, the adviser added.

National Security Adviser Khalilur Rahman, Commerce Secretary Mahbubur Rahman and other senior officials attended yesterday's meeting.

The US team arrived in Dhaka earlier in the day for a three-day visit. Commerce ministry sources said the US delegation may also meet with top officials of the chief adviser's office, Foreign Affairs Adviser Md Touhid Hossain and Foreign Secretary Asad Alam Siam.

After lengthy negotiations with the Office of the US Trade Representative, the Trump administration in August set a 20 percent tariff on Bangladeshi goods. Dhaka expects exports to rise under the lower rate, which is well below those faced by competitors such as China and India.

Vietnam, another major rival in global garment markets, got a 20 percent tariff.

However, the Trump administration said this could rise to 40 percent if goods are sent to the US through transshipment.

Bangladesh is the third-largest garment exporter to the US market after China and Vietnam, with a 9.3 percent share of the $81 billion American apparel import.

The Business Standard

15 SEP 2025

LDC graduation: If Bangladesh seeks deferment, CDP's EMM offers a window, says Debapriya

ECONOMY - BANGLADESH

TBS REPORT

Although Bangladesh is on track to graduate from Least Developed Country (LDC) status in November next year, confusion is deepening over whether it should defer the graduation, citing political upheaval that toppled the previous government and its overall impact on the country's economic and business landscape.

Commerce Adviser SK Bashir Uddin's recent remark describing Bangladesh's graduation from LDC status as a "time bomb" left behind by the previous government has added a further twist to the issue.

This represents a critical shift from the position adopted by the Cabinet of Advisers on 13 March, when it formally supported graduation.

Meanwhile, as a part of the Enhanced Monitoring Mechanism (EMM), a letter has been sent by the United Nation's Committee for Development Policy (CDP), which decides on countries graduation from LDC, to the countries graduating and recently graduated from the LDC status, about their progress I SEE PAGE 2 COL 5

and preparedness.

The CDP chair José Antonio Ocampo on 25 August wrote to the government of Bangladesh, along with others listed for graduation or already graduated recently, to report on their progress regarding implementation of their respective Smooth Transition Strategies (STS).

It sought an annual national report from Bangladesh as well to be

that should be reflected in the country report.

"How Bangladesh explains its situation in its report will have a strong bearing on the country's request for a deferment, if any," Debapriya, also distinguished fellow at the Centre for Policy Dialogue (CPD), told The Business Standard yesterday.

However, he suggested that the decision to request for such a de-

scribing Bangladesh's graduation from LDC status as a "time bomb" left behind by the previous government has added a further twist to the issue.

This represents a critical shift from the position adopted by the Cabinet of Advisers sent by the United Nation's Committee for Development Policy (CDP), which decides on countries graduation from LDC, to the countries graduating and recently graduated from the LDC status, about their progress I SEE PAGE 2 COL 5

and preparedness.

The CDP chair José Antonio Ocampo on 25 August wrote to the government of Bangladesh, along with others listed for graduation or already graduated recently, to report on their progress regarding implementation of their respective Smooth Transition Strategies (STS).

It sought an annual national report from Bangladesh as well to be submitted to the Committee by 31 October, 2025.

The General Assembly calls upon the CDP to continue due consultations with countries graduating and recently graduated from the LDC category while monitoring these countries, reads the letter.

"In this context," reads the letter, "representatives of the Government are cordially invited to the virtual consultation meeting with the CDP which is scheduled to take place between October and December 2025."

Beyond the traditional option of writing to the CDP or UNGA for a deferment of graduation timeline, the EMM provides an opportunity for countries to share their concerns, says Debapripya Bhattacharya, a member of the CDP.

The CDP's EMM monitors countries' progress on preparation for graduation.

It reviews not only the basic three criteria, it also reports on a host of supplementary graduation indicators (SGI). The CDP will consider the EMM reports at its plenary in February 2026, informed Debapriya, who leads the EMM.

He suggested that if the country is really serious and feels there are "unanticipated" and "unmanageable" development which demands more time for preparation, that should be reflected in the country report.

"How Bangladesh explains its situation in its report will have a strong bearing on the country's request for a deferment, if any," Debapriya, also distinguished fellow at the Centre for Policy Dialogue (CPD), told The Business Standard yesterday.

However, he suggested that the decision to request for such a deferment of Bangladesh's exit from the LDC group has to be very well-thought-out, based on compelling empirical evidence and should have political support from the international development partners.

The government seems unwilling to request a deferment.

"It is not possible to defer Bangladesh's graduation from the LDC category," Chief Adviser's Special Assistant Anisuzzaman Chowdhury categorically told a business audience in Dhaka on Saturday.

Amid concerns voiced by business leaders and experts about the country's readiness at the same event, he said that the interim government has "no intention of delaying the LDC graduation process, nor does it have the scope to do so."

Asked what would be the interim government's response to the CDP's letter, Anisuzzaman Chowdhury told The Business Standard yesterday, despite the fall of the previous government, Bangladesh has not faced a situation similar to Vanuatu's, where a government collapse was followed by natural calamity.

"How can we say Bangladesh is not prepared? How can we make them believe since economic indicators are not secret things?" he asked.

বণিক তথ্য কেন্দ্র ★ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ★ ঢাকা।

The Business Standard
15 SEP 2025

Hope for further tariff cuts as cotton, soybean, fuel imports from US rising

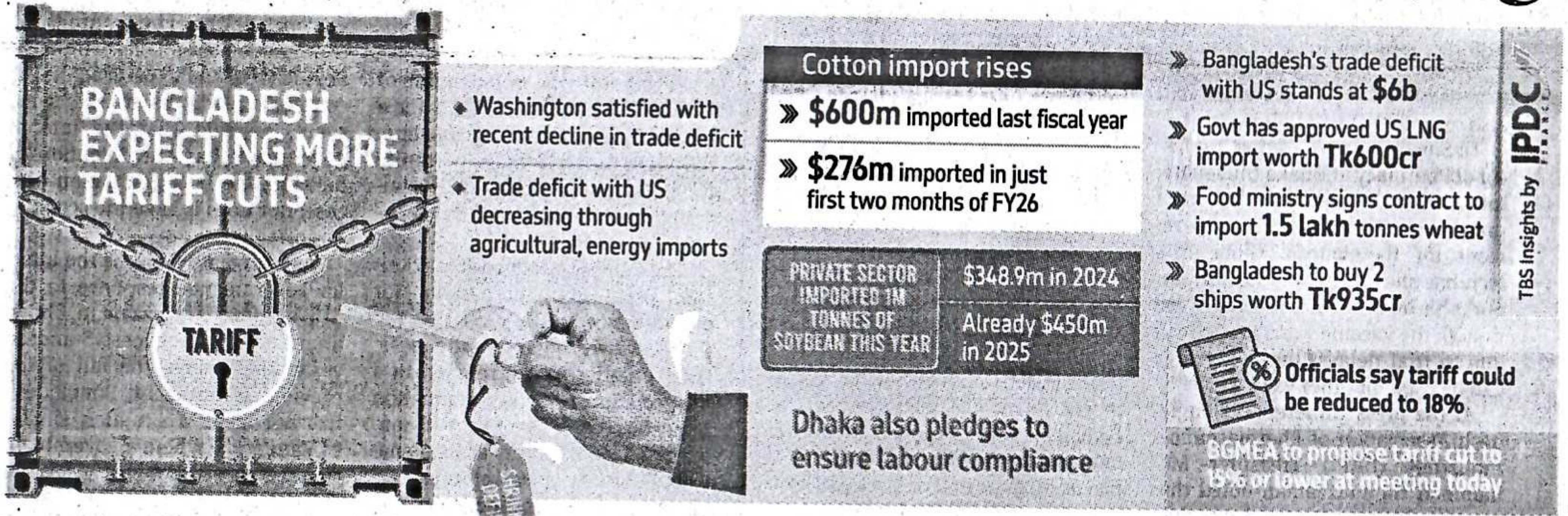

TRADE - BANGLADESH

TBS REPORT

As Bangladesh steps up imports of cotton, wheat, soybeans and energy from the United States, Dhaka expects further relief from the 20% reciprocal tariff – an opening that could reshape the country's trade balance and competitiveness in its largest export market.

Commerce Adviser Sk Bashir Uddin yesterday said the US has assured that it may reduce the 20% reciprocal duty currently imposed if Bangladesh continues to narrow its trade deficit with it.

"Washington has expressed satisfaction with the recent decline in the deficit," he told the media following a meeting in Dhaka yesterday with a visiting United States Trade Representative (USTR) delegation.

Bashir added that no specific duty rate had been formally discussed during the talks. "We proposed reducing duties if the trade deficit with the US declines. They have given assurances that duties will be lowered when this happens. A trade agreement could be signed within this month," he said.

Commerce ministry officials said competitor countries such as Vietnam are negotiating lower tariffs on ready-made garments exported to the US. India has also resumed trade talks with Washington.

Against this backdrop, Bangladesh aims to secure favourable conditions to maintain competitiveness in the US market, they added.

A senior official, speaking on condition of anonymity, told The Business Standard, "The duty on Bangladesh could be reduced, I SEE PAGE 2 COL 3

possibly to around 18%. The USTR will make a final decision after discussions with the foreign adviser and the chief adviser."

The US delegation is led by Assistant USTR for South and Central Asia Brendan Lynch and attended by Bashir Uddin, National Security Adviser Khalilur Rahman, and Commerce Secretary Mahbubur Rahman.

... is currently importing these products from the US at prices lower than international market rates. He noted that the extra tariffs imposed by China on US agricultural products are giving Bangladesh this advantage," he said.

The adviser further said, "Our progress is satisfactory. By importing US cotton used in the garment industry, we can further reduce the deficit and ...

... from the US, the adviser said no plan has been made yet.

"Boeing and Airbus cannot deliver aircraft until 2032. Long-term Boeing imports could help reduce the trade deficit with the US," he said.

The adviser said Bangladesh produces only 2% of its cotton demand domestically, importing the remaining 98%, with private sector ...

... treatment is ensured, Bangladesh could import substantial amounts of cotton from the US and expand exports, creating a win-win scenario for both countries."

Earlier, the commerce adviser and national security adviser told reporters that discussions with the US on a 15% reciprocal duty were ongoing.

TBS REPORT

As Bangladesh steps up imports of cotton, wheat, soybeans and energy from the United States, Dhaka expects further relief from the 20% reciprocal tariff – an opening that could reshape the country's trade balance and competitiveness in its largest export market.

terday said the US has assured that it may reduce the 20% reciprocal duty currently imposed if Bangladesh continues to narrow its trade deficit with it.

"Washington has expressed satisfaction with the recent decline in the deficit," he told the media following a meeting in Dhaka yesterday with a visiting United States Trade Representa-

rate had been formally discussed during the talks. "We proposed reducing duties if the trade deficit with the US declines. They have given assurances that duties will be lowered when this happens. A trade agreement could be signed within this month," he said.

Commerce ministry officials said competitor countries such as Vietnam are ne-

resumed trade talks with Washington.

Against this backdrop, Bangladesh aims to secure favourable conditions to maintain competitiveness in the US market, they added.

A senior official, speaking on condition of anonymity, told The Business Standard, "The duty on Bangladesh could be reduced, I SEE PAGE 2 COL 3

possibly to around 18%. The USTR will make a final decision after discussions with the foreign adviser and the chief adviser."

The US delegation is led by Assistant USTR for South and Central Asia Brendan Lynch and attended by Bashir Uddin, National Security Adviser Khalilur Rahman, and Commerce Secretary Mahbubur Rahman.

The USTR delegation is scheduled to meet representatives of BGMEA today.

BGMEA President Mahmud Hasan Khan told The Business Standard that, in view of increased cotton imports from the US, a proposal will be made to reduce the tariff on Bangladesh from 20% to 15% or lower.

"To secure further duty reductions, we will increase imports of cotton and other products. We will also ensure compliance with US requirements on labour rights and welfare," he said.

Narrowing deficit

Adviser Bashir Uddin at the briefing said discussions with USTR also reviewed the progress of Bangladesh's commitments to import specific US products, alongside a joint declaration on trade matters.

The review showed Bangladesh's trade deficit with the US is decreasing, he said.

"Increasing imports of agricultural and energy products will further reduce this deficit. Bangladesh is currently importing these products from the US at prices lower than international market rates. He noted that the extra tariffs imposed by China on US agricultural products are giving Bangladesh this advantage," he said.

The adviser further said, "Our progress is satisfactory. By importing US cotton used in the garment industry, we can further reduce the deficit and, in turn, the duties imposed on Bangladesh," Bashir Uddin said.

Commerce Secretary Mahbubur Rahman added that Bangladesh's trade deficit with the US currently stands at $6 billion.

He said the deficit could be reduced significantly by boosting US imports, citing that last year's cotton imports were valued at $600 million, while $276 million worth has already been imported in just the first two months of this fiscal.

When asked about Russia offering wheat to Bangladesh at $276 million while a US wheat deal is at $302 per million, Bashir Uddin said, "US wheat protein content is 10%–15% higher than Russian wheat. So buying less at a higher price from the US is justified."

He added, "The private sector has already imported 1 million tonnes of soybeans from the US. While the price is slightly higher, the quality and oil yield are greater, making it profitable despite the higher cost."

When asked if the government has any plan for Boeing imports from the US, the adviser said no plan has been made yet.

"Boeing and Airbus cannot deliver aircraft until 2032. Long-term Boeing imports could help reduce the trade deficit with the US," he said.

The adviser said Bangladesh produces only 2% of its cotton demand domestically, importing the remaining 98%, with private sector imports from the US increasing.

Ministry data show that imports of soybeans and soybean meal from the US have already surpassed $450 million this year, up from $348.9 million in 2024.

In July, the government's procurement committee approved a proposal to import LNG worth Tk600 crore from the US. Besides, The food ministry signed a contract to import 150,000 tonnes of wheat.

Additionally, the government has also approved a proposal to import ships from the US. Bangladesh Shipping Corporation in August selected a US-based company, Hellenic Dry Bulk Ventures LLC, to purchase two bulk carriers for $76.698 million, equivalent to Tk935 crore.

Eyeing for 15% tariff

BKMEA President Mohammad Hatem told The Business Standard that Bashir Uddin had earlier indicated efforts to reduce US duties to 15%, which would stimulate cotton imports and boost ready-made garment exports.

He said, "If this preferential treatment is ensured, Bangladesh could import substantial amounts of cotton from the US and expand exports, creating a win-win scenario for both countries."

Earlier, the commerce adviser and national security adviser told reporters that discussions with the US on a 15% reciprocal duty were ongoing.

The US Embassy in Dhaka had been engaged in talks for nearly six weeks, culminating in a three-day visit by the USTR delegation. Meetings with the foreign adviser and the chief adviser are scheduled today and tomorrow.

Officials said that on 7 August, the US reduced the retaliatory tariff on Bangladesh to 20%, though no formal agreement has been signed. Dhaka seeks to lower the tariff to at least 15% before finalising a deal with Washington.

For this reason, the commerce ministry requested time from the USTR, prompting the visit by the delegation led by Assistant USTR Brendan Lynch.

Officials added that based on discussions with USTR officials, a draft trade agreement has been prepared. If both sides agree in further negotiations, revisions will be made to finalise the draft.

The US initially imposed 37% and later 35% retaliatory tariffs on Bangladesh, leaving room for negotiations under former President Donald Trump. After the third round of talks in Washington, the tariff was reduced to 20% on 31 July.